গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞানময় মর্যাদা

20-December-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ
نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: یَاۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنۡجَاكُمۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَةِ مِنۡ اَهۡوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا اَكۡثَرُكُمۡ عَلَیَّ صَلَاةً فِیۡ دَارِ الدُّنۡیَا অর্থাৎ হে লোকেরা! নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব-নিকাশ হতে দ্রুত মুক্তি লাভকারী সে ব্যক্তিই হবে. যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করে। **(ফিরদৌসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস: ৮২১০)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِیَّةُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِنۡ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✮ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✮ تُوۡبُوۡا اِلَی اللّٰہ! اُذۡکُرُوا اللّٰہ!, صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✮ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ রবিউল আখির মাস আমাদের মাঝে চলমান। এটি ঐ মোবারক মাস, যার **১১**তম তারিখে কুতুবে রব্বানি, গাউছে ছামদানি, কিন্দিলে নূরানী, শাহবাজে লামকানী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ওরস মোবারক উদযাপন করা হয়, যাকে আশিকানে গাউস গিয়ারভী শরীফও বলে থাকে। এই উপলক্ষ্যে আজ আমরা বাগদাদের জমিনে নিজের নূরানী মাযারে আরামকারী, সেই পবিত্র ব্যক্তিত্বের উত্তম আলোচনা শুনবো, বিশেষকরে তাঁর ইলমী (জ্ঞানময়) মর্যাদা সম্পর্কে শ্রবণ করবো। যাকে দুনিয়া গাউছে আযম উপাধী দ্বারা চেনে। **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁকে বিলায়তের সেই মহান মুকুট দান করেছেন যে, তিনি সকল আউলিয়াদের সরদার হয়ে গেছেন। আসুন! সর্ব প্রথম হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ইলমী শান ও শওকত সম্পর্কে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:

জ্ঞানের সাগর

হযরত সায়্যিদুনা হাফিজ আবুল আব্বাস আহমদ رَحۡمَةُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সাথে একবার হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ইজতিমায়ে গাউসিয়ায় উপস্থিত ছিলাম, একজন ক্বারী কোরআনে

করীমের তিলাওয়াত করলো, তিলাওয়াতের পর হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ওয়াজ শুরু করলেন এবং তিলাওয়াত কৃত আয়াতে মোবারাকা হতে একটি আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে আয়াতের একটি অর্থ বর্ণনা করলেন, আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কি এই তাফসীর (তাফসীরের) সম্পর্কে জানা আছে? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ! আমার এই তাফসীরী উক্তি জানা আছে, এরপর হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এক এক করে এগারটি তাফসীরী উক্তি আলোচনা করলেন, আমার জিজ্ঞাসার কারণে প্রতিবারই আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলতে থাকেন, এই তাফসীরী উক্তিটি তাঁর জানা আছে। হাফিজ আবুল আব্বাস رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন যে, হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ সেই একটি আয়াতের চল্লিশটি তাফসীরী উক্তি বর্ণনা করেন এবং প্রতিটি উক্তির বর্ণনাকারীর নামও বর্ণনা করেন, কিন্তু এগারটি তাফসীরের পর থেকে প্রতিটি তাফসীর সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ না বোধক মাথা নাড়তে থেকে বলেন যে, এই তাফসীর আমার জানা নাই।

(আখবারুল আখইয়ার, ১১ পৃষ্ঠা। বাহজাতুল আসরার, ২২৪ পৃষ্ঠা। যুবদাতুল আসার, ৫২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর জ্ঞানের স্তর ও মর্যাদার উচ্চতা স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় যে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ একই সময়ে একটি আয়াতে মোবারাকার চল্লিশটি তাফসীর বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে উনত্রিশটি তাফসীর আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর জানাও ছিলো না, অথচ আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ সেই সময়ের অনেক বড় আলিম ও ইমাম ছিলেন, তিনি ইলমে কোরআন, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকাহ, ভূগোল শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইতিহাস, তাফসীর, ইলমে নাহু, জ্যোতি বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, সাহিত্য এবং নাহু ইত্যাদি বিদ্যা ছাড়াও বহুবিধ বিষয়ে কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তাঁর প্রণীত কিতাবের সংখ্যা ৩০০ এরও অধিক বলা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কিছু কিতাব বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত, আবার কতগুলো একক রিসালা।

(উয়ূনুল হিকায়তের ভুমিকা, ১/৬)

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: ইমাম ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ আপন যুগে ওয়াজ ও বক্তব্যের ইমাম ছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ে খুবই

সুন্দর সুন্দর কিতাব রচনা করেছেন, পাঠদানও করতেন এবং তিনি হাফিজুল হাদীসও ছিলেন। (হাফিজুল হাদীস কাকে বলা হয়? আসুন! শুনি! একলক্ষ (১,০০,০০০) হাদীস শরীফ সনদ সহকারে যার মুখস্থ তাকে হাফিজুল হাদীস বলা হয়) (আঁসোয়ো কা দরিয়া এর ভুমিকা, পৃষ্ঠা ১৫) কিন্তু যুগের এতো বড় ইমাম হওয়ার পরও আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ, হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনাকৃত চল্লিশটি তাফসীরী উক্তির মধ্যে মাত্র এগারোটি সম্পর্কে জানতেন, যা দ্বারা হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞানের সমুদ্রের গভীরতার অনুমান করা যেতে পারে।

সুলতানে বিলায়াত	গাউছে পাক	দরিয়ায়ে কারামত	গাউছে পাক
অলীয়ুঁ পে হুকুমত	গাউছে পাক	ফরমাওঁ হিমায়ত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

(১) হুযুর ﷺ এর সুসংবাদ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গাউছে ছামদানী, শাহবাযে লামাকানী, কিন্দিলে নূরানী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী আল হাসানী ওয়াল হুসাইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১ম রমযান জুমার দিন ৪৭০ হিজরীতে বাগদাদ শরীফের নিকটতম গ্রাম জিলানে জন্মগ্রহণ করেন। (বাহজাতুল আসরার, ১৭১ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"গাউছে পাক কে হালাত"** এর ২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; মাহবুবে সুবহানী, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু সালেহ মুসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জন্মের সময় দেখেন যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে এজামদের رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن সাথে তাঁর ঘরে আগমন করেন এবং তাঁকে এই সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করেন: হে আবু সালেহ! **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে এমন সন্তান দান করেছেন, যে একজন অলী এবং সে আমার আর **আল্লাহ্ তায়ালার** মাহবুব আর তার মর্যাদা, আউলিয়া ও কুতুবের মাঝে এমনি হবে, যেমন মর্যাদা আম্বিয়া ও রাসূলগণের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মাঝে আমার। (সীরাতে গাউছে সাকালাইন, ৫৫ পৃষ্ঠা)

ফানুসে হেদায়ত	গাউছে পাক	সরতা ইয়া শরাফত	গাউছে পাক
সরতাজে শরিয়ত	গাউছে পাক	হে মাহযানে আযমত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

(২) আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সুসংবাদ সমূহ

হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর শ্রদ্ধেয় পিতাকে **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়াও অসংখ্য আম্বিয়ায়ে কিরামগণও عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, সকল **আল্লাহ্ তায়ালা**র অলীগণ তোমার সন্তানের অনুগত হবে এবং তাঁদের কাঁধে তাঁর কদম মোবারক থাকবে। (তাফরিহুল খাতির, ৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের গাউছে পাক, শাহানশাহে বাগদাদ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর শান ও মহত্ব কিরূপ মহৎ ও উচ্চতর, কেননা তাঁর জন্ম হতেই **অদৃশ্যের সংবাদ দাতা আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উচ্চ মর্যাদা এবং শান ও মহত্বের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর সম্মানিত পিতাকে এটাও জানিয়ে দেয়া হলো যে, তোমার সন্তান সকল আউলিয়াদের সরদার হবে। সুতরাং তাঁর জন্ম হতেই বরকত ও মাহাত্ম প্রকাশ হওয়া শুরু হলো।

সৌভাগ্যময় জন্ম এবং আশ্চার্যজনক ঘটনা

তাঁর সৌভাগ্যময় জন্মের সময় অনেক আশ্চার্য জনক ঘটনার অবতারনা হয়, সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো যে, যখন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, সেই সময় তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান হযরত উম্মল খাইর ফাতেমা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهَا এর বয়স ষাট (৬০) বছর ছিলো, অথচ এই বয়সে সাধারণত মহিলারা সন্তানের আশা ছেড়ে দেয়। (বাহজাতুল আসরার, ১৭৩ পৃষ্ঠা। গুনিয়াতুত তলিবিন এর ভূমিকা, ১০ পৃষ্ঠা) এটা **আল্লাহ্ তায়ালা**র বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই বয়সেই হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ তাঁর মায়ের পেট মোবারক থেকে জন্মগ্রহণ করেন। যে রাতে হুযুর গাউছে আযম, পীরানে পীর দস্তগীর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর জন্ম হলো, সেই রাতে জিলান শরীফের যে মহিলার ঘরে সন্তান জন্ম হয়েছে, তাদের সবাইকে **আল্লাহ্ তায়ালা** ছেলে হিসেবেই দান করেছেন এবং জমাক্রত প্রত্যেক নবজাতক ছেলেই **আল্লাহ্ তায়ালা**র অলী হয়েছে। (তাফরিহুল খাতির, ৫৭ পৃষ্ঠা)

সুলতানে বিলায়াত	গাউছে পাক	দরিয়ায়ে কারামত	গাউছে পাক
অলীয়ুঁ পে হুকুমত	গাউছে পাক	ফরমাওঁ হিমায়ত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর আকৃতি

গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে আবু আব্দুল্লাহ্ বিন আহমদ বিন কুদামা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: শায়খুল ইসলাম, সুলতানুল আউলিয়া, মুহিউদ্দিন, সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর শরীর নরম, মধ্যম উচ্চতা, প্রশস্থ বুক এবং লম্বা দাঁড়ি আর গোধূম বর্ণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দুই ভ্রু পরস্পর মিলিত ছিলো, মোবারক আওয়াজ উচ্চ এবং চেহারা খুবই সুন্দর ছিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ খুবই মেধাবী ছিলেন। (নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির, ১৯ পৃষ্ঠা)

মায়ের গর্ভে জ্ঞানার্জন

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, আশিকে আউলিয়া ও গাউসুল ওয়ারা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه তাঁর রিসালা **"মুন্নার লাশ"** এর ৪র্থ পৃষ্ঠায় বলেন: পাঁচ বছর বয়সে যখন সর্বপ্রথম بِسۡمِ الله পাঠ করার আনুষ্ঠানিকতার জন্য জনৈক বুযুর্গের নিকট বসলেন তখন اَعُوۡذُ ও بِسۡمِ الله পাঠ করে সুরা ফাতিহা এবং الٓمّٓ থেকে শুরু করে আঠারো পারা পর্যন্ত তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন। ঐ বুযুর্গ বললেন: বেটা! আরো পাঠ করো। বললেন: ব্যস! আমার এতটুকুই মুখস্থ আছে, কেননা আমার মায়েরও এতটুকুই মুখস্থ ছিলো, যখন আমি আমার মায়ের গর্ভে ছিলাম, সে সময় তিনি তা পাঠ করতেন, আমি শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। (মুন্নার লাশ, ৪ পৃষ্ঠা। আল হাকাইক্ব ফিল হাদাইক্ব, ১৪০ পৃষ্ঠা)

প্রাথমিক শিক্ষা

তখনো তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ছোটই ছিলেন যে, তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ইন্তিকাল করেন, তাঁর নানা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ছোমায়ী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ তাঁর লালন পালন করেন, যিনি জিলান শরীফের মাশয়িখকে কিরামদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার ছাড়াও দয়া ও উৎকর্ষতার মালিক ছিলেন। তাঁর থেকে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন। হুযুর মাহবুবে সুবহানী, কুতুবে রব্বানী, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করলো: আপনি নিজেকে অলী হিসেবে কখন থেকে জানেন? বললেন: আমার বয়স তখন দশ (১০) বছর ছিলো, আমি আমার ঘর থেকে মাদরাসায় পড়ার জন্য যেতাম, তখন ফিরিশতাদের দেখতাম, যারা ছেলেদের বলতো যে, **আল্লাহ্ তায়ালার** অলীকে বসার জন্য জায়গা করে দাও। **(বাহজাতুল আসরার, ৪৮ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ্ কি রহমত	গাউছে পাক	হো হাম পে ইনায়াত	গাউছে পাক
হে বাইসে বরকত	গাউছে পাক	কমজোড় কি তাকত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ নিজের পৈত্রিক এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর আরো অধিক ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য ৪৮৮ হিজরীতে ১৮ বছর বয়সে বাগদাদ শরীফ তাশরীফ নিয়ে আসেন। **(সীয়রিল আকতাব, ১৫৯ পৃষ্ঠা)** কেননা বাগদাদই সেই যুগে শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের কেন্দ্র ছিলো।

ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত

শায়খ মুহাম্মদ বিন কায়েদ আলাওয়ানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: একবার গাউছে সমদানী, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, আমি তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছিলাম, এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো যে, হুযুর! আপনি আপনার কর্মকান্ডের ভিত্তি কিসের উপর রেখেছেন? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: আমি আমার কর্মকান্ডের ভিত্তি সততা ও সত্যবাদীতার উপর রেখেছি, আমি কখনো মিথ্যা এবং ভূল কাজ করিনি, শৈশবে আমি যখন মাদরাসায় পড়তাম, তখনো কখনো মিথ্যা বলিনি, অতঃপর বললেন: আমি একদিন হজ্বের মৌসুমে জঙ্গলে গিয়েছিলাম, আমি একটি ষাঁড়ের পেছনে পেছনে চলছিলাম, হঠাৎ

সেই ষাঁড় আমার দিকে তাকিয়ে বললো: يَا عَبۡدَ الۡقَادِرِ مَالِهٰذَا خُلِقۡتَ অর্থাৎ হে আব্দুল কাদির! তোমাকে এরূপ কাজের জন্য তো সৃষ্টি করা হয়নি, আমি ঘাবড়ে গিয়ে ঘরে ফিরে আসলাম এবং আমার ঘরের ছাদে উঠলাম, দেখলাম যে, আরাফাতের ময়দানে লোকেরা দন্ডায়মান, এরপর আমি আমার সম্মানিতা আম্মাজানের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: আপনি আমাকে **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় ওয়াকফ করে দিন এবং আমাকে বাগদাদ যাওয়ার অনুমতি দান করুন, যেন আমি সেখানে গিয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করি, শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا আমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি ষাঁড়ের ঘটনাটি আরয করলাম, একথা শুনে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ে এবং ৮০টি দিনার যা আমার আব্বাজানের পক্ষ হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, আমি তার থেকে ৪০ দিনার নিলাম এবং ৪০ দিনার আমার ভাই সৈয়দ আবু আহমদ জিলানীর জন্য রেখে দিলাম, শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান আমার ৪০ দিনার আমার বিশেষ জুব্বায় সিলাই করে দিলেন এবং আমাকে বাগদাদ যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন আর আমাকে সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলার জন্য উপদেশ দিলেন, জিলান থেকে বাইরে পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে আসলেন এবং বললেন: يَا وَلَدِیۡ اِذۡهَبۡ فَقَدۡ خَرَجۡتُ عَنۡكَ لِلّٰهِ فَهٰذَا وَجۡهٌ لَا اَرَاهُ اِلٰی يَوۡمِ الۡقِيَامَةِ অর্থাৎ হে আমার প্রিয় সন্তান, যাও! **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে আমার থেকে পৃথক করছি এবং তোমার চেহারা আমার কিয়ামতের দিনই দেখা নসীব হবে। অতঃপর আমি বাগদাদ গমনকারী ছোট একটি কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেলাম, যখন আমরা (ইরানের শহর) হামদান হতে সামনে অগ্রসর হলাম তখন ৬০জন অশ্বারোহী ডাকাত দল আমাদের কাফেলাকে ঘিরে নিলো এবং কাফেলা ওয়ালাদের নিকট হতে লুন্টন করা শুরু করে দিলো, আমার সাথে কেউ কোন জোর জবরদস্তি করলো না, তবে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার নিকট কি আছে? আমি সত্য বলতে গিয়ে বললাম: আমার নিকট ৪০ দিনার (অর্থাৎ সোনার সিঁকি) রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলো: কোথায়? আমি বললাম: আমার বগলের নিচে আমার জুব্বার সাথে সেলাই করা, সে এই কথাকে উপহাস মনে করে আমার কাছ থেকে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তি এসে একই প্রশ্ন করলো এবং আমিও একই উত্তর

দিলাম, সেও আমার কাছ থেকে চলে গেলো, সে দুজন যখন তাদের সরদারের নিকট আমার সম্পর্কে বললো তখন তার আদেশে আমাকে তার নিকট নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তারা সবাই লুণ্ঠিত মালামাল পরস্পর ভাগ করছিলো, আমাকে দেখে যখন তাদের সরদার জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার নিকট কি আছে? আমি বললাম: আমার নিকট আমার জুব্বায় ৪০টি দিনার রয়েছে। সরদারের আদেশে আমার জুব্বা খোলা হলো, তখন দেখা গেলো আসলেই ৪০টি দিনার বিদ্যমান। সরদার খুবই আশ্চার্য্য হলো এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: مَاحَمَلَكَ عَلٰى هٰذَا الْاِعْتِرَافِ। অর্থাৎ তোমাকে এই দিনারের সম্পর্কে সত্য বলার জন্য কোন বিষয়টি বাধ্য করেছে? (অর্থাৎ তুমি চাইলে তো আমাদের না বলতে পারতে) আমি বললাম: আমার আম্মাজান আমার নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যে, আমি যেন সর্বদা সত্য বলি এবং কখনো যেন এই ওয়াদার খেলাফ না করি, এ কথা শুনে সেই সরদারের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করলো যে, তুমিই একজন যে নিজের মায়ের সাথে করা ওয়াদা পালন করছো আর একজন আমি যে সারা বছর আমার রবের সাথে ওয়াদার খেলাফ করে যাচ্ছি, সে ঐ মুহুর্তেই আমার হাতে তাওবা করলো, তার সাথীরা যখন এই অবস্থা দেখলো তখন তারা বললো আমরা যখন ডাকাতীতে তোমার সাথী ছিলাম তখন তাওবা করাতে তোমার সাথেই থাকবো, সুতরাং তারা সবাই তাওবা করলো এবং লুণ্ঠিত মাল কাফেলা ওয়ালাদের ফিরিয়ে দিলো, এরাই সেই লোক যারা আমার হাতে সর্বপ্রথম তাওবা করেছিলো। **(কালাইদিল জাওয়াহির, ৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দিলওয়ায়ে জান্নাত	গাউছে পাক	দো বদীয়ুঁ সে নফরত	গাউছে পাক
দো শওকে ইবাদাত	গাউছে পাক	সরকার কি উলফত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো, আমাদের ছরকারে বাগদাদ, হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর ইলমে দ্বীন অর্জন করার এমন আগ্রহ ছিলো যে, এর জন্য তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ শুধু ঘর বাড়ি ছেড়ে দূর দুরান্তে

সফর করেননি বরং আপন স্নেহময়ী মায়ের বিচ্ছেদও সহ্য করেছেন। তাঁর আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا এর কোরবানীর প্রতিও শত কোটি মারহাবা! না শুধু নিজের কলিজার টুকরোর বিচ্ছেদকে সহ্য করে তাঁকে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য অনুমতি প্রদান করলেন বরং নিজের শাহজাদাকে ইলমে দ্বীন অর্জন এবং ইলমের খেদমত করার জন্য এমনভাবে ওয়াকফ করেন যে, সফরের জন্য বিদায়ের সময় প্রকাশ্যভাবে বলে দিলেন: "يَا وَلَدِیۡ اِذۡهَبۡ فَقَدۡ خَرَجۡتُ عَنۡكَ لِلّٰهِ فَهٰذَا وَجۡهٌ لَا اَرَاهُ اِلٰی يَوۡمِ الۡقِيَامَةِ অর্থাৎ হে আমার প্রিয় সন্তান! যাও! **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে আমার থেকে পৃথক করছি এবং তোমার চেহারা আমার কিয়ামতের দিনই দেখা নসীব হবে।" গাউছে পাক, শাহানশাহে বাগদাদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান গাউছে পাককে না শুধু সফর করার অনুমতি দিয়েছেন বরং খরচাও দিয়েছেন। এখানে সেই আশিকানে রাসুল এবং আশিকানে গাউছে আযমগণ একবার ভাবুন তো, দুনিয়াবী শিক্ষা এবং ব্যবসার জন্য তো সন্তানকে ধন সম্পদ দেয়, কিন্তু দ্বীনি শিক্ষার বেলায় তাদের কোন সাহায্যই করে না।

এই ঘটনা থেকে এটাও জানতে পারলাম যে, হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সত্যবাদীতার কিরূপ অনুসারী ছিলেন যে, তিনি তাঁর বয়সে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি, নিজের সকল কর্মকান্ডের ভিত্তি সত্যবাদীতা এবং বিশ্বস্ততার উপর রাখেন, যার একটি বড় কারণ হচ্ছে, তাঁর নেককার আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মুল খায়ের ফাতেমা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا এর উত্তম শিক্ষা। যেমনটি আমরা শুনলাম যে, তাঁর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا তাঁকে সর্বদা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার ওয়াদা নিয়েছিলেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া, নিজেও সর্বদা সত্য বলা এবং তাদেরও শৈশব থেকেই সত্য বলার শিক্ষা দেয়া।

আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিথ্যা থেকে বাঁচার এবং সত্যবাদীতার পথ অবলম্বন করার প্রতি জোর দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: সত্যবাদীতাকে আবশ্যক করে নাও, কেননা সত্যবাদীতা নেকীর দিকে নিয়ে যায় এবং নেকী জান্নাতের পথ দেখায়। মানুষ সর্বদা সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলার চেষ্টা করতে থাকে, এমনকি সে **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট সিদ্দীক হিসেবে সাব্যস্ত হয়

এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা মিথ্যা গুনাহের দিকে নিয়ে যায় আর গুনাহ জাহান্নামের পথ দেখায়, মানুষ সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলার চেষ্টা করতে থাকে, এমনকি সে **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট অনেক বড় মিথ্যুক হিসেবে সাব্যস্ত হয়। (মুসলিম, কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ, পৃষ্ঠা ১৪০৫, হাদীস নং-২৬০৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বিশেষ করে বাচ্চাদের এবং সাধারণত বড়দের মাদানী প্রশিক্ষণের জন্য সত্যি কাহিনী লিখে থাকেন, যাতে অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয়াবলী রয়েছে, ধরনও খুবই সহজ রাখা হয় যেন বাচ্চারাও সহজে বুঝতে পারে, সেই রিসালাগুলোয় খুবই উত্তম কাগজ ব্যবহার করার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় চিত্রও বানানো হয়েছে, যেন বাচ্চাদের জন্য আকর্ষনীয় এবং চিত্তাকর্ষক হয়, বাচ্চাদের এই কাহিনী মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং যদি ওয়েব সাইট থেকে পড়তে চান তবে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে আপনি এই কাহিনী গুলো পড়তেও পারবেন, ডাউনলোডও করতে পারবেন এবং এর প্রিন্টও বের করতে পারবেন। এই রিসালাগুলোর নাম (১) **নূর ওয়ালা চেহারা** (২) **ফিরআউনের স্বপ্ন** (৩) **ছেলে হলে এমন** (৪) **মিথ্যুক চোর** (৫) **দুগ্ধপোষ্য মাদানী মুন্না**।

"নূর ওয়ালা চেহারা" আপনি পড়ুন বা বাচ্চাদের পড়ান বা শুনান তবে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্তরে **প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক শৈশবের ঘটনাবলী শুনে তাঁর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং ভিডিও গেমস এর ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতিসমূহ সম্পর্কেও উপলব্ধি করতে পারবেন।

"ফেরআউনের স্বপ্ন" আপনারা পড়ুন বা বাচ্চাদের পড়ান বা শুনান তবে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শান ও মহত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং ঠান্ডা পানীয় **(Cold Drinks)** এর ক্ষতি সমূহ সম্পর্কেও উপকারী জ্ঞান অর্জিত হবে।

“ছেলে হলে এমন” আপনারা পড়ুন বা বাচ্চাদের পড়ান বা শুনান তবে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জানা যাবে যে, হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কিভাবে নিজেকে নিজে কোরবানীর জন্য পেশ করেছেন এবং অতঃপর কিভাবে জান্নাতী দুম্বা তাঁর স্থলে **আল্লাহ্ তায়ালা** পাঠিয়েছেন, হযরত ইব্রাহিম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বিশেষ ফযিলতও জানা যাবে এবং টফি, চকলেট ও রং বেরঙের মিষ্টি লজেন্স খাওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে জানা যাবে।

“মিথ্যুক চোর” রিসালা যদি আপনি পড়েন বা বাচ্চাদের পড়ান বা শুনান তবে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনারও এই বাচ্চারও মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে এবং সত্য বলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, তাছাড়া এই রিসালার শেষে যে মাদানী ফুল লিখা আছে, তা দিয়ে জাহির ও বাতিন পরিষ্কার রাখার শিক্ষাও হবে। اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো ইনফিরাদী কৌশিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه আমাদেরকে মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন যে, **“আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنۡ شَآءَ الله।” নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার অভ্যাস গড়ে নিন। এভাবে মুসলমানদেরকে নেককার নামাযী বানানো, সুন্নাতের অনুসারী বানানো এবং গুনাহ সমূহ থেকে বাঁচানোর জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ শুরু করে দিন। মাদানী কাফেলা ছাড়াও যখন কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন নম্রতা ও মুহাব্বতের সাথে ইনফিরাদী কৌশিশ করুন اِنۡ شَآءَ الله এর অনেক বরকত দেখতে পাবেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه “৭২টি মাদানী ইনআমাত” নামক রিসালার মধ্যেও ইনফিরাদী কৌশিশের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং মাদানী ইনআম নং ২২ এ রয়েছে; **“আপনি কি আজকে কমপক্ষে দু’জন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে মাদানী কাফেলা ও মাদানী ইনআমাতের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন?”** মাদানী ইনআম নং ৫২

তে রয়েছে: **“আপনি কি এ সপ্তাহে ইজতিমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করা অবস্থায় নবাগত ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করে তাদের নাম ঠিকানা এবং ফোন নম্বর সংগ্রহ করেছেন?”** (কমপক্ষ্যে ৪ জনের সাথে সাক্ষাৎ এবং কমপক্ষে ১ জনের ঠিকানা ইত্যাদি অবশ্যই নিন, পরবর্তীতে তার সাথে যেগাযোগও রাখুন)

মনে রাখবেন! ❁ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে জামাআত সহকারে নামায আদারীকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ❁ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে মাদানী দরস এবং ফজরের নামাযের পর মাদানী হালকায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ❁ ইনফিরাদি কৌশিশের বরকতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য ইসলামী ভাই প্রস্তুত হয়ে থাকে। ❁ ইনফিরাদী কৌশিশের দ্বারা মসজিদ সমূহকে আবাদ রাখার সহায়তা মিলে যায়। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে ইনফিরাদী কৌশিশের একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

ড্রাইভারকে ইনফিরাদী কৌশিশ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে বাসপূর্ণ করে আগত ইসলামী ভাইয়েরা পূনরায় ফিরে যাওয়ার জন্য যেখানে বাস দাঁড়ানো ছিল ঐখান দিয়ে এক ইসলামী ভাই যাচ্ছিল, সে দেখল যে, খালি একটি গাড়িতে গান বাজছিল আর ড্রাইভার বসে মাদকদ্রব্য যুক্ত করে ধুমপান করছে। সেই ইসলামী ভাই ড্রাইভারের সাথে মুহাব্বত সহকারে সাক্ষাৎ করলেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه সাক্ষাতের বরকত সাথে সাথেই প্রকাশ পেল যে, নিজেই গান-বাজনা বন্ধ করে দিয়ে দিলো এবং মাদকদ্রব্য যুক্ত সিগারেট ফেলে দিলো। এই ইসলামী ভাই মুচকি হেসে সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট **“কবরের প্রথম রাত”** ঐ ড্রাইভারের কাছে পেশ করল, সে (ড্রাইভার) ঐ সময় টেপ রেকডারে চালিয়ে দিলো। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه সে অনেক প্রভাবিত হলো, ভয় পেয়ে গুনাহ থেকে তাওবা করল এবং ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে সে বাস থেকে নেমে এসে ঐ ইসলামী ভাইয়ের সাথে ইজতিমায় এসে বসে গেল।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাগদাদ পৌঁছেই হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ যুগশ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ এবং খুবই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ওস্তাদদের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেন, তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি এমন ভালবাসা ছিলো যে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ উপবাস থেকে এবং কষ্ট সহ্য করেও ইলমে দ্বীন অর্জন করেন, এপ্রসঙ্গে তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং এই পথে আসা বিভিন্ন সমস্যায় ধৈর্যধারণ সম্পর্কে শ্রবণ করি।

উপবাস এবং ধৈর্য

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর তামিমি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন; হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ স্বয়ং বলেন: একবার বাগদাদে দূর্ভিক্ষ দেখা দিলো, যার কারণে আমার অনেক অভাব এবং বিপদের সম্মুখীন হতে হয় আর অনেকদিন পর্যন্ত আমি খাওয়ার কিছুই পেলাম না। একদিন আমি ক্ষুধার তাড়নায় দজলা নদীর দিকে গেলাম, যেন সেখানে কোন শাক বা সবজির পাতা ইত্যাদি খেতে পারি, কিন্তু যেখানেই যাই সেখানেই আমার পূর্বে কোন না কোন ফকির বিদ্যমান থাকে এবং যদি কোন কিছু পেত তবে তার উপর সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়তো, আমি তাদের মাঝে বাধা হওয়া পছন্দ করলাম না এবং সেই অবস্থায় শহরে ফিরে এলাম যে, সেখানে কিছু খুঁজে নিবো, কিন্তু সেখানেও কিছু পেলাম না, অবশেষে আমি ক্ষুধায় দূর্বল হয়ে মসজিদের এক কোণায় গিয়ে বসে গেলাম, কিছুক্ষণ পর এক অনারবী যুবক রুটি আর ভুনা মাংস নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং খেতে লাগলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: ক্ষুধার কারনে তার প্রতিটি গ্রাসেই আমার মুখ খুলে যাচ্ছিলো, কিন্তু আমি আমার নফসকে এরূপ আচরণের জন্য তিরষ্কার করি, এমন সময় সে আমার দিকে তাকালো এবং খাবার এনে আমাকে পেশ করলো, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনি কোথাকার অধিবাসী এবং কি করেন? আমি বললাম: জিলানের অধিবাসী এবং এখানে ইলমে দ্বীন অর্জন করছি। আপনি কি জিলানের অধিবাসী আব্দুল কাদের নামে কোন যুবককে চিনেন? আমি বললাম: সে আমিই, একথা শুনে সে ব্যাকুল হয়ে গেলো এবং আমার নিকট ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগলো: আপনার শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান আমার নিকট আপনার জন্য ৮টি দিনার পাঠিয়েছেন, আমি যখন

বাগদাদ আসি তখন আমার নিকট আমার নিজস্ব খরচাদি ছিলো, কিন্তু আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এতদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো যে, আমার নিকট থাকা আমার নিজস্ব খরচাদী শেষ হয়ে গেলো, আমি উপবাস অবস্থায় আজ তৃতীয় দিন, বাধ্য হয়ে আপনার আমানত থেকে এক বেলা খাওয়ার জন্য রুটি ও মাংস এনেছি, এবার আপনি সানন্দে এই খাবার খেতে পারেন, কেননা এসব কিছু আসলে আপনারই, এখন আপনি আমার নয় বরং আমিই আপনার মেহমান, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: আমি তাকে সান্তনা দিলাম এবং এই বিষয়ে আমার সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম, যখন আমরা খাবার খেয়ে নিলাম তখন আমি বাকী খাবার এবং কিছু টাকা তাকে দিয়ে বিদায় দিলাম। (কালাইদিল জাওয়াহের, ৯ পৃষ্ঠা)

হে বাইসে বরকত	গাউছে পাক	কমজোর কি তাকত	গাউছে পাক
হে সাহেবে ইজ্জত	গাউছে পাক	মজবুর কি রাহাত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

উপর্যোপরি কষ্ট এবং ধৈর্যের ধরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبۡحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো, কুতুবে রব্বানী, গাউছে সমদানী, কিন্দিলে নূরানী, শাহবাজে লা-মকানী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য কিরূপ দুঃখ ও কষ্ট এবং উপবাস সহ্য করেছেন আর এমন অবস্থায়ও তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ তাকওয়া ও পরহেজগারী, ধৈর্য ও নিজের প্রিয় বস্তু অপরকে দেয়ার চেতনাকে ছাড়েননি, বরং যদি কোথাও হতে কোন খাবার মিলে যেতো তবে সহানুভূতির চেতনা এবং মঙ্গল কামণার প্রেরণায় অন্যকে তা দান করে দিতেন এবং নিজে ধৈর্যধারণ করতেন। ইলমে দ্বীন অর্জনের পথে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কিরূপ দুঃখ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, তার অনুমান এই বিষয়টি থেকে গ্রহণ করুন যে, শায়খ আব্দুল্লাহ্ নাজ্জার رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: আমাকে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ স্বয়ং বলেছেন যে, আমার উপর এমন এমন বিপদও এসে পড়েছে, যদি সেই মুসিবত পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হতো তবে পাহাড়ও ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতো, যখন সেই অত্যধিক

মুসিবত আমার সহ্য ক্ষমতার বাইরে হয়ে যেতো তখন আমি জমিনে শুয়ে যেতাম এবং এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করতাম:

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ﴿۶﴾

(পারা ৩০, আলম নাশরাহ, আয়াত ৫,৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে,

এবং যখন এই আয়াতের তিলাওয়াতের পর মাথা উঠাতাম তখন সকল কষ্ট দূর হয়ে যেতো এবং আমার শান্তি ও পরিতৃপ্তি অনুভব হতো। (কালাইদিল জাওয়াহের, ১০ পৃষ্ঠা)

ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর ইলমে দ্বীন অর্জনের ধরন বড়ই অভিনব ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: আমি আমার ছাত্র জীবনে ওস্তাদের নিকট থেকে সবক নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যেতাম, অতঃপর জঙ্গল ও বিরান ভূমিতে দিন হোক বা রাত, ঝড় হোক বা মুষলধারে বৃষ্টি, গরম হোক বা শীত আমার পড়া আমি অব্যাহত রাখতাম, সেই সময় আমি আমার মাথায় একটি ছোট পাগড়ী বাঁধতাম এবং সামান্য সবজী খেয়ে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতাম, কখনো কখনো এই সবজীও পেতাম না, কেননা ক্ষুধার কারণে অন্যান্য অভাবীরাও এদিকে চলে আসতো, এমন পরিস্থিতিতে আমার লজ্জা হতো যে, আমি দরবেশদের হক নষ্ট করি, বাধ্য হয়ে সেখান থেকে চলে যেতাম এবং আমার পড়া অব্যাহত রাখতাম, অতঃপর ঘুম আসলে খালি পেটেই কঙ্করে ভরা মাটিতে শুয়ে পড়তাম।

(কালাইদিল জাওয়াহের, ১০ পৃষ্ঠা)

দিলওয়ায়ে জান্নাত	গাউছে পাক	দো বদীয়ুঁ সে নফরত	গাউছে পাক
দো শওকে ইবাদাত	গাউছে পাক	সরকার কি উলফত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো যে, এতই দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন, এর পরও কখনো তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه

এর মূখ থেকে কোন প্রকার অভিযোগ ও আপত্তির শব্দ বের হয়নি। এই ঘটনা থেকে আমরা এই মূল্যবান বাগদাদী ফুল পাই যে, যখনি কোন মুসিবত ও পেরেশানী চলে আসে তবে কোরআন ও হাদীসে বর্ণনাকৃত ধৈর্যের ফযিলত ও উৎসাহ উদ্দীপনা সমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে ধৈর্য ধারন করা উচিৎ এবং এই কথাটি মনে গেঁথে রাখা চাই যে, এই দুনিয়া পরীক্ষা কেন্দ্র, এতে যেমন আছে অসংখ্য প্রশান্তি ধায়ক উপায় তেমনি রয়েছে দুঃখ ও বিষাদের পাহাড়ও, সহজতার পাশাপাশি কঠিনতর উপত্যাকাও রয়েছে। এই কারণেই যখন থেকে মানুষের অস্তিত্ব এসেছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ মুমিন বরং আম্বিয়া ও মুরসালিনগণ عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কামিলিনগণও প্রশান্তি এবং আনন্দ লাভের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা এবং বিপদাপদেও পতিত হয়েছেন বরং অনেক সময় **আল্লাহ্ তায়ালা**র নৈকট্যতম ব্যক্তিরা সহজতার পরিবর্তে বিপদেই বেশি পতিত হয়েছেন, কিন্তু সেই পবিত্র ব্যক্তিগণ মুখে অভিযোগের শব্দ বের করার পরিবর্তে সর্বদা স্বতস্ফূর্ত ভাবে দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন বরং নিজের মুরীদ, ভালবাসা পোষনকারী এবং সম্পর্কযুক্তদেরও মাদানী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সুতরাং আমাদেরও সেই বুযুর্গ ব্যক্তিদের দেখানো পথে চলে **আল্লাহ্ তায়ালা**র পক্ষ থেকে অর্জিত নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং মুসিবতে ধৈর্যধারণ করা উচিৎ।

কোরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, আসুন! ধৈর্য ধারনের অভ্যাস গড়ার লক্ষ্যে দু'টি **আল্লাহ্ তায়ালা**র ফরমান এবং দু'টি গাউছে **পাকের নানাজান, রহমতে আলামিয়ান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا

(পারা ২০, আল কাসাস, আয়াত ৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদেরকে তাদের প্রতিদান দু'বার দেওয়া হবে বিনিময়ে তাদের ধৈর্যের।

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۶﴾

(পারা ১৪, আন নাহল, আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় আমি ধৈর্যধারণকারীদেরকে তাদের ওই পুরষ্কার দেবো, যা তাদের সর্বাধিক উত্তম কাজের উপযোগী হবে।

নবীদের সুলতান, রহমতে আলামিয়ান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহা মর্যাদাময় ইরশাদ হচ্ছে: যে কোন মুসলামনের কোন কাঁটা বিধলো বা এর থেকেও সামান্যতম কোন বিপদ আসুক, তবে তার জন্য একটি মর্যাদা লিখে দেয়া হয় এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেয়া হয়। **(মুসলিম, কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ, পৃষ্ঠা ১৩৯১, হাদীস নং-২৫৭২)**

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ তায়ালা** যার সাথে মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে মুসিবতে লিপ্ত করে দেন।

(বুখারী, কিতাবুল মরযী, ৪/৪, হাদীস নং-৫৬৪৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুঃখ এবং কষ্টে অভিযোগ আপত্তি করা এবং সর্বদা মানুষের সামনে নিজের পেরেশানীর কথা বলার চেয়ে এই পরীক্ষা এবং কষ্টের মোকাবেলা করে ধৈর্য ও বিনয় সহকারে কাজ করা উচিৎ। যদিও আজ কষ্টের মেঘ চেয়ে আছে তবে কাল اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আনন্দের বৃষ্টিও হবে, আজ বিপদ ঘিরে আছে তবে কাল اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রশান্তিময়ও হবে, যেমনিভাবে আনন্দের মুহূর্ত এসে চলে যায় তেমনি পেরেশানির সময়ও অতিবাহিত হয়েই যাবে। এই কারণেই হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ মুসিবতের সময় **আল্লাহ্ তায়ালার** এই মহান ফরমানের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন:

اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۙ﴿۶﴾

(পারা ৩০, আলম নাশরাহ, ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

অতঃপর **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর এই ধৈর্য ও সহনশীলতার এমন প্রতিদান দিলেন যে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আপন যুগের সকল ওলামা মাশায়িখদের নেতৃত্ব অর্জন করেন।

গাউছে আযমের অবস্থান ও মর্যাদা

শায়খ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ বিন আহমদ বিন কুদামা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: শায়খুল ইসলাম, সুলতানুল আউলিয়া, মুহিউদ্দিন, সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ ইলম অর্জনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি সেই সময়কার অনেক ওলামা এবং যুগের মাশায়িখের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। যুগের

মাশায়িখ এবং আউলিয়াদের সংস্পর্শে থাকেন। যার ফলে তিনি আপন যুগের ওলামা ও মাশায়িখদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি অনেক দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেছেন। অবশেষে তিনি দুনিয়াবী কার্যক্রম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে **আল্লাহ্ তায়ালার** স্বরণ এবং ওয়াজ ও নসিহতে লিপ্ত হয়ে যান। সর্ব যুগে তাঁর ফযিলত ছড়িয়ে পড়লো, দ্বীনের মর্যাদা তাঁর কারণেই প্রকাশ হয়ে গেলো, ইলমের পদমর্যাদা তাঁর কারনেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং শরিয়তের শক্তি তাঁর কারণেই ক্ষমতা লাভ করতে থাকে। ওলামাদের অনেক বড় দল তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁর শাগরিদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, অনেক ফকির দরবেশ, বড় বড় ওলামা এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পীরানে এজামগণও তাঁর থেকে খেলাফতের লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। (নুজহাতুল খাতিরিল ফাতির, ১৯,২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　　صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইলমী (জ্ঞানময়) মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আত তাদফী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: যখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ ইলমে দ্বীন অর্জন সমাপ্ত করলেন তখন তিনি দরস ও পাঠদান এবং ফতোওয়া প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন, আর এর পাশাপাশি মানুষের মাঝে ওয়াজ ও নসীহত এবং ইলম ও আমল প্রচারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, সুতরাং সারা দুনিয়া থেকে ওলামা ও সূফিগণ তাঁর দরবারে ইলম অর্জনের জন্য উপস্থিত হতেন, সেই যুগে বাগদাদে তাঁর মতো কেউ ছিলো না। (কালাইদিল জাওয়াহের, ৫ পৃষ্ঠা) তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ ইলমের (জ্ঞানের) সমুদ্র ছিলেন, তাঁর ইলমে ফিকাহ, ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে নাহু এবং ইলমে আদব ইত্যাদি বিষয়ের উপর দক্ষতা ছিলো, যখন তাঁকে তাঁর ওস্তাদরা ইলমে হাদীসের সনদ দেন তখন বলতে লাগলো: হে আব্দুল কাদির! হাদীসের সনদ নামক জিনিসটি তো আমরা আপনাকে দিচ্ছি, কিন্তু আসলে হাদীসের অর্ন্তনিহিত অর্থ এবং মর্ম বুঝা তো আমরা আপনার নিকট থেকে শিখেছি। (হায়াতিল মু'জাম ফি মানকিবে গাউছে আযম, ৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীন প্রসারের উৎসাহ এমনভাবে ছিলো যে, তিনি তাঁর সময়কে একেবারে নষ্ট করতেন না এবং ইলমী কাজেই বেশিরভাগ ব্যস্ত থাকতেন, অন্য শহরের ছাত্ররাও তার প্রশংসা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দক্ষতার চর্চা শুনে তাঁর খিদমতে ইলমে দ্বীন অর্জন এবং তাঁর ফয়য ও বরকত অর্জনের জন্য উপস্থিত হতেন, তিনি ইলম ও আমলের এমন অনুসারী ছিলেন যে, যারাই তাঁর নিকট ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য আসতো, তারা খালি হাতে ফিরতো না, আসুন! তাঁর ইলম ও আমল এবং দরস ও পাঠদানের বৈশিষ্ট এবং ইলমী খিদমত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

শিক্ষকতার মসনদ

হযরত সায়্যিদুনা কাযী আবু সাইদ মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাগদাদে একটি মাদরাসা ছিলো, তিনি সেখানে ওয়াজ ও নসীহত এবং ইলম অর্জনকারীদের পাঠদান করতেন, যখন কাযী সাহেব হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমী ও আমলী, দয়া ও উৎকর্ষতা এবং বিচক্ষনতার চর্চা শুনলেন, তখন কাযী সাহেব নিজের মাদরাসা তাঁর অধীনে করে দেন। অতঃপর লোকেরা যখন তাঁর দয়া ও উৎকর্ষতা এবং ইলমী দক্ষতার চর্চা শুনলো তখন অধিকাংশ মানুষ তাঁর দরবারে ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য উপস্থিত হতে থাকে। **(সীরাত গাউছে আযম, ৫৮ পৃষ্ঠা)**

১৩টি বিষয়ে জ্ঞানের দক্ষতা

বাহজাতুল আসরার প্রণেতা হযরত আল্লামা নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী শাতনূফি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১৩টি বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ব বয়ান করতেন, তাঁর মাদরাসায়ে আলীয়ায় লোকেরা তাঁর থেকে তাফসীর, হাদীস এবং ইলমে কালাম ইত্যাদি পাঠ করতেন, দুপুরের পূর্বে এবং পরে দুই সময়ই লোকদের তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, কালাম, উসুল এবং নাহু পড়াতেন আর যোহরের পর তিনি তাজবীদ ও কিরাআত সহকারে কোরআনে করিম পড়াতেন। **(বাহজাতুল আসরার, ২২৫ পৃষ্ঠা)**

ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ইলম ও আমলের অনুসারী এবং খুবই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তিনি ছাত্রদের খুবই স্নেহ করতেন, তাদের ছোট ছোট প্রয়োজনের বিষয়েও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যেমনিভাবে-

ছাত্রদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর দরবারে হযরত সায়্যিদুনা গাউসুল আযম, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ উত্তর দেন যে, আমি তাঁর জীবনের শেষ সময়ে তাঁকে পেয়েছি এবং তাঁর মাদরাসায় ছিলাম, আমাদের প্রতি এমনভাবে খেয়াল রাখতেন যে, কখনো গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ তাঁর শাহাযাদা হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কে আমাদের নিকট পাঠাতেন, আমাদের জন্য প্রদীপ জ্বালাতেন এবং তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ আমাদের জন্য তাঁর ঘর থেকে খাবার পাঠাতেন।

(সীয়রে আলামিন নুবালা, আল শেয়খ আব্দুল কাদের বিন আবী সালেহ, ১৫/১৮৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্রদের উপর কিরূপ স্নেহশীল ছিলেন যে, তাদের জন্য নিজের ঘর থেকে খাবার পাঠিয়ে দিতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, দ্বীনি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সমূহের দিকে নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী গভীরভাবে খেয়াল রাখা, যেমন যাদের সামর্থ্য আছে বিশেষ করে গরীব ছাত্রদের জন্য দ্বীনি কিতাব, পোষাক, ঋতু অনুযায়ী থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জন এবং অন্যান্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে নিজের অংশ মিলিয়ে দ্বীনের সাহায্যকারীদের সারিতে আমরাও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাই, কে জানে হতে পারে এই নেক কাজের বরকতে আমাদের **পাক পরওয়ারদিগার** আমাদের উপর সর্বদার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, কে জানে হতে পারে এই নেক কাজের বরকতে আমরা চুড়ান্ত ক্ষমার সম্মান পেয়ে যাব, দেখুন! যেমনিভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের উন্নততর খাবার খাওয়ানো পছন্দ করি, উত্তম পোষাকে দেখতে পছন্দ করি, একটিবার ভাবুন তো!

শীতের সময় আমরা আমাদের সন্তানদের কতই খেয়াল রাখি যে, যেন আমার কলিজার টুকরোর ঠান্ডা না লেগে যায়, আমার সন্তানের শরীর এমন যে, না সামান্য ঠান্ডা বাতাস সহ্য করতে পারে, না গরম বাতাসের সামান্যতম ঝাপটা, ঠিক তেমনি ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্রদের বেলায়ও ভাবুন যে, তাদেরও অনেক জীবন অতিবাহিত করার অনেক মৌলিক প্রয়োজনাদি থাকতে পারে, যা সব জায়গায় সহজে পাওয়া যায় না।

আজকে আমরা যে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর গেয়ারভী শরীফ উদযাপন করছি, তাঁর দ্বীনি ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতির একটি দিক এটাও ছিলো যে, তিনি তাদের দূর্বলতা গুলো তুলে ধরতেন, যেমন হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর নিকট একজন অনারবী ছাত্র ছিলো, সে খুবই দূর্বল মেধাম্পন্ন ছিলো, অনেক কষ্টেই কোন কিছু তার বুঝে আসতো, একবার সেই ছাত্র তাঁর নিকট বসে সবক পাঠ করছিল এমন সময় ইবনে সামহাল নামক এক ব্যক্তি হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হলো, যখন সে এই ছাত্রের মেধাহীনতা এবং হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর এই ছাত্রের মেধাহীনতায় ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখলেন তখন অনেক আশ্চার্য্য হলো, যখন সেই ছাত্র সেখান থেকে উঠে চলে গেলো তখন ইবনে সামহাল আরয করলো: এই ছাত্রের মেধাহীনতা এবং আপনার ধৈর্য আমাকে আশ্চার্য করেছে। তিনি বললেন: তার কারণে আমার কষ্ট মাত্র এক সপ্তাহ থেকেও কম সময়ের, কেননা এই ছাত্রের ইন্তিকাল হয়ে যাবে।

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: সেই দিন থেকে আমরা সেই ছাত্রের দিন গণনা শুরু করলাম এবং এক সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার শেষ দিন সে বাস্তবেই ইন্তিকাল করলো। (কালাইদিল জাওয়াহের, ৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফতোয়া লিখনীর বাদশাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিভাবে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ দরস ও শিক্ষকতা, রচনা ও সংকলন, ওয়াজ ও নসীহত এবং এছাড়াও বিভিন্ন প্রজ্ঞাময়

শাখায় দক্ষতা রাখতেন, কিন্তু বিশেষ করে ফতোয়া লিখনে তাঁর সেই উৎকর্ষতা অর্জন ছিলো যে, সেই যুগের বড় বড় ওলামা, ফুকহা এবং মুফতীয়ানে কিরামগণও رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی তাঁর অসাধারণ ফতোয়া প্রদানে আশ্চার্য হয়ে যেতেন। যেমনিভাবে-

শায়খ ইমাম মুয়াফফেকুদ্দিন বিন কুদামা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: আমি ৫৬১ হিজরীতে বাগদাদ শরীফ গেলাম, তখন দেখলাম যে, শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ সেই সব ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভূক্ত, যাদের সেখানে ইলম ও আমল এবং ফতোয়া লিখনের বাদশাহী দেয়া হয়েছে। (বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ২২৫) তাঁর জ্ঞানের দক্ষতার অবস্থা এমন ছিলো যে, যদি তাঁকে খুবই জটিল মাসআলাও জিজ্ঞাসা করা হতো তবে তিনি সেই মাসআলার অতি সহজ ও উত্তম উত্তর প্রদান করতেন, তিনি দরস ও শিক্ষকতা এবং ফতোয়া লিখনে প্রায় তেত্রিশ (৩৩) বছর দ্বীনে মতিনের খিদমত করেছেন, এই সময় যখন তাঁর ফতোয়া ইরাকের ওলামাদের নিকট নেয়া হত তবে তারা তাঁর উত্তরে আশ্চার্য হয়ে যেতো।

ইমাম আবু ইয়ালা নাজিমুদ্দিন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ইরাকে ফতোয়ার বিষয়ে অনেক প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং লোকেরা ফতোয়ার জন্য তাঁর উপরই নির্ভর করতো। (বাহজাতুল আসরার, ২২৫ পৃষ্ঠা) আসুন! এপ্রসঙ্গে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِএর জ্ঞানের দক্ষতার একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب!　　صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর জ্ঞানের উৎকর্ষতা এবং ফযিলত সম্পর্কে শ্রবণ করছিলাম, তাঁর ইলমী ব্যস্ততা দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, তিনি তাঁর জীবনকে জ্ঞানার্জন এবং তা প্রসারের কাজে বিলিয়ে দেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর মিশনকে অনুসরন করে অন্তরে ইলমে দ্বীন অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্ট করা। মনে রাখবেন! ইলমে দ্বীন মানুষকে সমাজে উত্তম ব্যক্তি বানিয়ে দেয়, ইলমে দ্বীনের কারনেই **আল্লাহ্ তায়ালার** সকল সৃষ্টি এই ব্যক্তিকে ভালবাসতে শুরু করে, ইলমে দ্বীনের কারণেই মানুষের সম্মান ও

আভিজাত্য অর্জিত হয় এবং ইলমে দ্বীনের কারণেই মানুষ তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করে, আমাদের **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসংখ্যবারই ইলমে দ্বীনের ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের গোলামদের ইলমে দ্বীন অর্জন করার উৎসাহ দিয়েছেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী শ্রবণ করি:

১. যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে কোন রাস্তা দিয়ে চলে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। **(মুসলিম, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ১৪৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬৯৯)**

২. যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য ঘর থেকে বের হয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসবে না, **আল্লাহ্ তায়ালার** পথেই থাকবে। **(তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৪/২৯৪, হাদীস নং-২৬৫৬)**

৩. **আল্লাহ্ তায়ালা** যার সাথে মঙ্গলের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। **(বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৪২, হাদীস নং-৭১)**

৪. যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তিনটি ছাড়া, (১) সদকায়ে জারিয়া (২) এমন ইলম যা, থেকে উপকার অর্জিত হয় (৩) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।

(মুসলিম, কিতাবুল ওসীয়া, ৮৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬৩১)

ইলম ভুলে যাওয়ার ক্ষতি সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে মোবারাকা দ্বারা ইলমে দ্বীনের যেখানে আরো অনেক ফযিলত জানা গেলো, তেমনি এটাও জানা গেলো, সদকায়ে জারিয়া, ইলমে দ্বীনের প্রসারতা এবং নেককার সন্তান এমন নেকী, যা মৃত্যুর পরও তার সাওয়াব পৌঁছাতে থাকে। সুতরাং নিজের সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংকল্প করে নিন এবং তাদের জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন। বর্তমান যুগে মন্দ কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্দ কাজ হচ্ছে অজ্ঞতা, যা সমাজের অন্যান্য মন্দকাজের মধ্যে সর্বোচ্চ, ঘরোয়া বিষয়াদি হোক বা ব্যবসা বানিজ্য, বন্ধু বান্ধবের হোক বা আত্মিয় স্বজনদের, বিবাহ হোক বা সন্তানের উত্তম শিক্ষা, মোটকথা কি **আল্লাহ্ তায়ালার** হক এবং কি বান্দার হক, জীবনে প্রতিটি স্তরে যেখানেই হোক যেভাবেই হোক না কেন যেসব মন্দ রয়েছে, যদি আমরা চুপচাপ এসব নিয়ে চিন্তা

ভাবনা করি তবে এই কথাটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর মূল ভিত্তি এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব। ইলমে দ্বীনকে হারিয়ে বসা এবং সঠিক পথপ্রদর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই শুধু কর্মকান্ড ও চরিত্র নয় বরং আক্বিদা ও ইবাদতেও বিভিন্ন ধরনের মন্দ ও ভুলত্রুটি খুবই দ্রুততার সহিত বেড়ে চলছে, এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য শুধুমাত্র ইলম অর্জন করে নেয়াই যথেষ্ট নয় বরং নিজের ইলম (জ্ঞান) অনুযায়ী আমল করা এবং এর মাধ্যমে অন্যের সংশোধনের চেষ্টা করাও জরুরী। এই কারণেই শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর মুরীদ, ভালবাসা পোষনকারী এবং তার সংশ্লিষ্টদেরকে নিজের এবং অন্যের সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকার জন্য মাদানী মন-মানসিকতা দিতে গিয়ে তাদের এই মাদানী উদ্দেশ্য দান করেছেন: **আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

ওশর ও গ্রামাঞ্চল মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! এই মাদানী উদ্দেশ্যের মাধ্যমে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** সারা দুনিয়ায় প্রায় ১০৪টি বিভাগের মাধ্যমে সুন্নাতের খেদমত করে যাচ্ছে, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে ওশর ও গ্রামাঞ্চল মজলিশ। যা ওশরের দিনগুলোতে সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে ওশর দেয়া এবং জমা করার উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই বিভাগের যিম্মাদারগণ ওশর সংগ্রহের জন্য মাঝে মাঝে কৃষক, জমির মালিক, বাগানের মালিক ইত্যাদিকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখেন। কৃষক ইজতিমারও ব্যবস্থা করা হয়, "ওশর কে আহকাম" রিসালা বন্টন করে ওশর প্রদানকারীদের মানসিকতা তৈরী করা হয়। বিশেষ করে জমির মালিকদের উচিৎ, তারা যেন ওশর সম্পর্কে জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার "ওশর কে আহকাম" এবং "চান্দা করনে কি শরয়ী এহতিয়াঁতে" রিসালা দু'টি অবশ্যই অধ্যয়ন

করে এবং শরীয়াত অনুযায়ী নিজেদের ফসলের যাকাত বের করতে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে অবশ্যই নির্দেশনা অর্জন করে।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! ওশর ও গ্রামাঞ্চল মজলিশ এর মাদানী কাজ দ্রুততার সাথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়ে শহরের আশেপাশেও ছড়িয়ে পড়েছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার গ্রামে মাদানী কাজ শুরু হয়েছে এবং ঐ ১৫ হাজার গ্রামের যিম্মাদেরকে আরো ১৫ হাজার গ্রামে মাদানী কাজ করার লক্ষ্য (**Target**) দেয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে পাকিস্তানে প্রায় ১৫ হাজার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ২৪টি অঞ্চলে কাবিনাত, ১০৫টি অঞ্চলের গ্রামের তালিকাবদ্ধ করা হয়, যেখানে শতশত যিম্মাদারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ওশর সংগ্রহের সাথে সাথে বিশেষ করে ১২টি মাদানী কাজকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন সময় যিম্মাদারদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও ধারাবাহিক মাদানী মাশওয়ারাও হয়ে থাকে। বড় রাত সমূহে (যেমন- ইজতিমায়ে মিলাদ, ইজতিমায়ে গাউসিয়া, শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদর ইত্যাদিতে) সময় সুযোগে ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লীগগণ সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ করে থাকেন। বিশেষ করে প্রবিত্র রমযানুল মোবারক মাসে সুন্নাতে ভরা ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে আশিকানে রাসূল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে অনুষ্ঠিতব্য সুন্নাতে ভরা ইতিকাফে অংশগ্রহণ করে ইলমে দ্বীনের অসংখ্য মূল্যবান হীরা কুড়িয়ে নেয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন মাদানী কোর্স এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্যও অর্জন করে থাকে। **আল্লাহ করীম** ওশর ও গ্রামাঞ্চল মজলিশকে আরো অধিক বরকত ও উন্নতি নসীব করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর লিখনী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ দ্বীন ইসলামের খিদমত এবং উম্মতে মুসলিমার পথনির্দেশনার জন্য অনেক কিতাব রচণা করেছেন, আল্লামা আলাউদ্দিন বাগদাদি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর রিসালায় তাযকিরায়ে কাদেরীয়ায়

হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর ৭টি কিতাবের নাম লিপিবদ্ধ করার পর বলেন যে, গ্রহণযোগ্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তাঁর রচিত কিতাবের সংখ্যা ৬৯টি।

(সীরাতে গাউছে আযম, ৬১ পৃষ্ঠা)

গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর ওয়াজ ও তবলীগ

হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানকে প্রসারের জন্য দরস ও শিক্ষকতা এবং রচনা ও সংকলন করার পাশাপাশি ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমেও দ্বীন ইসলামের অসংখ্য খেদমত করেছেন এবং তাঁর বয়ানে ধরন এমন প্রাঞ্জল ছিলো যে, লোকেরা দলে দলে তাঁর প্রতি প্রভাবিত হয়ে যায় আর যে লোকেরা তাঁর ইজতিমায় এসে যেতো, তারা মাঝখানে উঠে যেতো না বরং যতক্ষণ পর্যন্ত বয়ান চলতে থাকতো ততক্ষন চুপচাপ শুনতে থাকতো, কেননা তাঁর বয়ান খুবই প্রভাব বিস্তারকারী হতো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ যখন বয়ানের মাহফিল শুরু করলেন তখন উপস্থিতির আধিক্যের কারণে মাদরাসায়ে আলীয়ার জায়গা সংকুলান হচ্ছিলো না, লোকেরা আশে পাশের ভবন গুলো কিনে ওয়াকফ করে দিলেন, বাগদাদ ছাড়াও দূর দুরান্ত থেকে লোকেরা তাঁর ওয়াজ শুনার জন্য আসতে লাগলো। (বাহজাতুল আসরার, ২০২-২০৩ পৃষ্ঠা) তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ সপ্তাহে তিন দিন বয়ান করতেন, যাতে অসংখ্য লোক এবং ওলামা ও সূফীরা তাশরীফ আনতেন, তাঁর ওয়াজ ও তবলীগ শ্রবণ করার জন্য আসা মানুষের সংখ্যা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সাধারণত সত্তর হাজার (৭০০০০) থেকেও বেশি লোক তাঁর বয়ানে অংশগ্রহণ করতো, যাতে ইরাকের ওলামা ও ফকিহ, মাশায়িক ও সূফীয়ায়ে কিরামগণও رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی থাকতো। (কালাইদুল জাওয়াহের, পৃষ্ঠা ১৮) হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর মজলিশে চারশত (৪০০) লোক দোয়াত কলম নিয়ে উপস্থিত হতো এবং তাঁর বাণীগুলো লিখে সংরক্ষণ করতো। (কালাইদুল জাওয়াহের, পৃষ্ঠা ১৮) হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর উম্মতের সংশোধনের চেতনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর শাহযাদা হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহাব رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ৪০ বছর বয়ান করেছেন। শায়খ ওমর কিমিয়ানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন যে, তাঁর কোন বয়ান এমন ছিলো না, যাতে লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি এবং চোর, ডাকাত, বড় বড় পাপিষ্ট তাঁর হাতে তাওবা করেনি। (কালাইদুল জাওয়াহের, ১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১০০ জন ফকীহের প্রশ্নোত্তর

হযরত মুফাররাজ বিন নাবহান শায়বানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন তখন বাগদাদের বিজ্ঞ একশত (১০০) জন ফুকাহায়ে কিরাম এই বিষয়ে একমত হলেন যে, প্রত্যেকে বিভিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আলাদা আলাদ প্রশ্ন তৈরী করুন যেন এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে নিরুত্তর করা যায়। এই পরিকল্পনায় সবাই গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুফার্‌রাজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমি সেই সময় হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, যখন সেই ফুকাহায়ে কিরামগণ এসে বসলো, তখন পীরানে পীর, রওশন যমির হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মাথা মোবারক ঝুকিয়ে নিলেন, সেই সময় তাঁর সীনা মোবারক থেকে এমন একটি নূর বের হলো, যা সেই সকল লোকেরা দেখলো যাদেরকে **আল্লাহ্ তায়ালা** দেখাতে চেয়েছেন, সেই নূর যেতে যেতে যখন এক একজন ফুকাহাদের সীনায় গিয়ে পৌঁছলো তখন সবাই ঘাবড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগলো, অতঃপর খালি মাথায় গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ পবিত্র মিম্বরের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি একে একে সকলকে বুকের সাথে লাগালেন এবং বললেন: তোমার প্রশ্ন ছিলো এটি আর তার উত্তর হলো এটি, এভাবে একে একে সবার মাসআলা এবং তার উত্তর বলে দিলেন। যখন সেই মোবারক মজলিশ শেষ হলো তখন আমি সেই ফুকাহাদের নিকট গেলাম এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ঘটনাটা কি? তখন তারা (গাউছে পাককে পরীক্ষা করার প্রতিফল র্বণনা করে বললো যে) যখন আমরা সেখানে এসে বসলাম তখন হঠাৎ সব কিছু ভূলে গেলাম যেন আমরা কিছুই জানি না। কিন্ত যখন গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আমাদেরকে নিজের মোবারক বুকের সাথে লাগালেন তখন আমাদের প্রত্যেকে ইলম ফিরে আসলো এবং এর চেয়ে আরো আশ্চার্য বিষয় হলো যে, হুযর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আমাদের প্রশ্নের সেই উত্তর প্রদান করলেন যা আমরা পূর্বে জানতামই না। (কালাইদুল জাওয়াহের, ৩৩ পৃষ্ঠা, বাহজাতুল আসরার, যিকরিল ওয়াজ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের পুরো জীবন ইলমে দ্বীনের সংস্করণ ও প্রসারে অতিবাহিত করেছেন। আমাদেরও তাঁর জীবন চরিত অনুযায়ী চলে ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত হওয়া উচিৎ। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমান যুগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদেরকে সহজভাবে ইলমে দ্বীন শেখার অনেক উপায় সৃষ্টি করে দিয়েছে। মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নিদের উত্তম শিক্ষার জন্য মাদরাসাতুল মদীনা, দারুল মদীনা এবং দরসে নিজামী (আলিম কোর্স) করার আকাঙ্ক্ষী ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের জন্য জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইসলামী ভাইদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের মাঝে আরো উপযুক্ততা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কোর্সও করানো হয়ে থাকে। এর মধ্যে ১২ দিনের **"ইসলাহী আমাল কোর্স"**, ৪১ দিনের **"১২ মাদানী কাজ কোর্স"** এবং ৬৩ দিনের **"মাদানী তারবিয়্যতি কোর্স"** তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ফরয জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে **ফরয উলুম কোর্সে**রও ব্যবস্থা করা হয়, যাতে মুফতিয়ানে কিরাম রুটিন অনুযায়ী ইসলামী ভাইদের সহজভাবে ফরয জ্ঞান সম্পর্কিত মাদানী ফুল প্রদান করে থাকেন। যেহেতু এখন প্রায় সকল মোবাইলে মেমোরী কার্ড **(Memory Card)** লাগানোর ব্যবস্থা রয়েছে, সুতরাং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল ইলমে দ্বীন অর্জনের আকাঙ্ক্ষীদের সহজতার জন্য এই ফরয উলুম কোর্সের ভিডিও গুলো মেমোরী কার্ডে **(Memory Cards)** ভর্তি করে দিয়েছে, যেন মুসলমান বেশি পরিমাণে উপকৃত হতে পারে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে এই সকল কোর্সে যেমন ইলমে দ্বীন অর্জনের চেতনা সৃষ্টি করা হয়, তেমনি অনেক ফরয জ্ঞান সম্পর্কে অবহিতও হওয়া যায়। ইলমে দ্বীন অর্জন এবং আমলের উৎসাহ পাওয়ার জন্য উত্তম উপায় হলো প্রতি মাসে আশিকানে রাসূলের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করাও। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকুন, আসুন উৎসাহ গ্রহণার্থে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত অর্জনকারী এক আশিকে রাসূলের মাদানী বাহান শ্রবণ করি।

সিনেমার অনুরাগী

আউরঙ্গী টাউন (বাবুল মদীনা, করাচী) এর এক ইসলামী ভাইয়ের চিঠির সারমর্ম হচ্ছে: আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে আমি নেকী থেকে অনেক দূরে, গুনাহের উপত্যাকায় বন্দি ছিলাম, আমার নেকীর প্রতি উদাসীনতা এবং সিনেমা নাটকের প্রতি পাগলের মতো ভালবাসার অনুমান এই বিষয় থেকে করুন যে, ঘর থেকে আমি মাসে এক হাজার টাকা পকেট খরচ পেতাম, যা দিয়ে আমি নিত্য নতুন সিনেমার এবং নাটকের **V.C.D** কিনতাম, এমনকি আমার নিকট দুই হাজার (২০০০) টির চেয়েও বেশি **V.C.D** জমা হয়ে গেলো! একদিন এক আশিকে রাসূল সবুজ পাগড়ী শরীফে মুকুট পরিহিত অবস্থায় আমার নিকট এলো এবং ইনফিরাদি কৌশিশ করে আখিরাতে বিষয়ে কিছুটা এরূপ নেকীর দাওয়াত দিলো যে, খোদাভীতি আমার রন্দ্রে রন্দ্রে কম্পন সৃষ্টি করে দিলো, সেই আশিকে রাসূলের ইনফিরাদি কৌশিশের বরকতে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **"সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়"** উপস্থিত হয়ে গেলাম। সেখানে সংগঠিত সুন্নাতে ভরা বয়ান আমার গুনাহে অন্তরকে পরিবর্তন করে দিলো এবং শেষে ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ দোয়া অন্তরে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে, আমি সিনেমার সকল **V.C.D** ভেঙ্গে চুরমার করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট ঘরে এনে নিজে ও শুনতে লাগলাম এবং পরিবারের অন্যান্যদেরও শুনতে দিলাম, তবে এর বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের পুরো পরিবারই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাদেরী রযবীর সিলসিলায়া অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলাম।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

তেল চিরুনি ব্যবহারের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর লিখিত রিসালা **১৬৩** মাদানী ফুল হতে তেল ও চিরুনি ব্যবহারের সুন্নাত ও আদব সমূহ শুনে নিই: ❋ হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্রতম মাথায় বেশি তেল ব্যবহার করতেন ও দাঁড়ি মোবারক চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতেন এবং অধিকাংশ সময় মাথাবন্দও (অর্থাৎ- সারবন্দ শরীফ) ব্যবহার করতেন, যার ফলে ঐ কাপড় তৈলাক্ত হয়ে যেতো। (আশ্‌শমায়িলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২) ❋ চুল এবং দাঁড়ি সাবান দিয়ে ধৌত করার যাদের অভ্যাস নেই তাদের চুল অধিকাংশ সময় দূর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যদিওবা তাদের নিজের কাছে দুর্গন্ধ লাগে না, কিন্তু অন্যজনের কাছে তা লাগে। মুখ, চুল, শরীর, পোশাক ইত্যাদি থেকে যদি দুর্গন্ধ বের হয়, এমতাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। কেননা, এর দ্বারা মানুষ এবং ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। হ্যাঁ! যদি দুর্গন্ধ লুকায়িত থাকে, যেমন- বগলের দুর্গন্ধ, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

ঘোষণা

তেল ও চিরুনি ব্যবহারের সুন্নাত ও আদব সমূহ তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে। সুতরাং সেই সুন্নাত ও আদব সমূহ শুনার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)